দৈনিক সংবাদ

৭

তারিখ ... JUL 22 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

## শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি

আমাদের স্কুলের শিশুদের বর্তমান মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থান কি? এ প্রসঙ্গে আলোচনায় উল্লেখ করা যায়, সম্প্রতি ঢাকার ধানমণ্ডি গভঃ হাই স্কুলের ২য় শ্রেণীর ছাত্রের উপর তার শিক্ষিকার নির্মম আচরণ; যা প্রমাণ করে আমাদের দেশের শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য কোন্ পর্যায়ে। লিমন নামের ৮ বছরের ছেলেটির (পত্রিকায় প্রকাশ) বারান্দায় বল দিয়ে খেলার অপরাধে সহ্য করতে হয়েছিল তার শিক্ষিকার হাতের নির্মম নির্যাতন, এখন সে স্কুলে যেতে ভয় পায়, পড়ালেখা তো দূরের কথা স্কুলের নাম শুনলেই সে এখন আতঙ্কে শিউরে ওঠে। ঢাকা শহরে এই রকম স্কুল বেশ ক'টিই আছে, যেখানে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য আমাদের অভিভাবকগণ তাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানদের পাঠান। কিন্তু ঐসব স্কুলে পাঠদানে যে, প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা অন্তত অবৈজ্ঞানিক।

আমরা সবাই ভুলে যাই যে প্রতিটি মানুষ তার জীবনে বেড়ে ওঠার একটি নির্দিষ্ট ধারা ও গতিকে Follow করবে। Formal Education-এর জন্য আমাদের অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জেনে নেয়া উচিত সে মানসিক তথা emotionally কতখানি প্রস্তুত যা কিনা স্কুলে যাওয়ার আগে জানা প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে হয়ত দেখা যাচ্ছে যে, সে Physically ready, কিন্তু formal education-এর জন্য সে নাও প্রস্তুত থাকতে পারে। আমরা খুব কম সময়েই শিশুর মানসিক প্রস্তুতি তলিয়ে দেখি না। আমাদের সন্তান emotionally ready কি না তার উপর গুরুত্ব দেই না। প্রতিটি মানুষ তার স্বাভাবিক Developmental process-এর মধ্যে চারটি মৌলিক দিক সংবলিত শর্তাদি কতখানি সাফল্যের সাথে পূরণ করেছে তার উপরই সার্বিকভাবে নির্ভর করবে তার সুস্থতম বিকাশ। অর্থাৎ এই চারটি মৌলিশ শর্ত যে সাফল্যের সাথে পূরণ করতে পারবে সেই তার মধ্যেই একটি সুন্দর সুস্থ বিকাশধারা খুঁজে পাবে। এই চারটি মৌলিক অংশের প্রথমটি হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব গঠন। তার emotionally status প্রতিটি মানুষকে তার আইডেন্টিটি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন করতে সহায়ক হয়। তারপরই আসে জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার জন্য তার মানসিক শক্তি, যার উপর ভর করে জীবনে যদি পরাজয় আসেও তবুও সে ব্যর্থতায় থেমে না গিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। ব্যক্তি তার তৃতীয় পর্যায় তার মূল্যবোধ ও নির্দিষ্ট ethics ইত্যাদি দিয়ে তার সর্বময় বিবেককে আদর্শায়িত করে, নিজেকে তৈরি করে নেয় ঐসব মূল্যবোধের ভিত্তিতে। এবং সর্বোপরি শেষ পর্যায় তার মধ্যে থাকতে হবে Organizational Skill অথবা এটাকে এক ধরনের সামাজিক Skill ও বলা যায়। সে সমাজের সবার জন্য তার সার্ভিসকে অফার করার মানসিক ইচ্ছা প্রকাশ করবে। দেখা গেছে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই এই চার পর্যায় কোন কোন জায়গায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যার পরিণতিতে তার প্রভাব তার ব্যক্তিত্বে ও আচরণে পড়েছে, যার ফলে সে সমাজে দিনে দিনে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

উল্লিখিত আলোচনার মডেল থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশে শিশুদের ছোটবেলা থেকেই Physical Development-এর পাশাপাশি মানসিক Development টাও যেন সুস্থ হয় সেদিকে প্রতিটি বাবা-মায়ের নজর থাকা অতি প্রয়োজন। একটি শিশু যদি শারীরিক ও মানসিক দুই স্তরের সুস্থ বিকাশ লাভ করে তবেই সে কোন formal education-এ যেতে পারে। আমাদের দেশের শিশুদের Typical problem-গুলো কি? এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, এ দেশের অভিভাবকগণ তাদের শিশুর মানসিক অবস্থা না জেনেই তার কাছে ভাল পরীক্ষার ফলাফল আশা করতে শুরু করেন। Performance ভাল করার জন্য তাকে ভাল স্কুলে ভর্তি করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠেন। ছোট ছোট শিশুদের উপরে চাপিয়ে দেয়া হয় কোচিং, গৃহশিক্ষকসহ নানা ধরনের অত্যাচার সমতুল্য শিক্ষার উপকরণ। শিশুরা নিরুপায় হয়ে তাই পাঠগুলো মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভাল ফল করছে আর যারা পারছে না তারা নিপীড়িত হচ্ছে বাবা-মা-আত্মীয়স্বজনের কাছে। পরীক্ষায় ফলাফলের জন্য সামগ্রিকভাবে শিশুকেই দায়ী করা হচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা দায়ী নয়। উল্লিখিত সমস্যাগুলোকে Manage করবার Traditional পদ্ধতি হলো শাস্তি প্রদান করা। আমরা যুগ যুগ ধরে এই সমস্যাগুলোর সমাধান দিয়েছি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। আমার শিশুর বিকাশের ধারাকে কখনওই বিবেচনায় আনিনি; তার মানসিক স্বাস্থ্যের কথা কখনও ভাবিনি, মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করলেই যেন মনে হয় এটা পাগল সম্পর্কিত কিছু কিনা। আমাদের এই ভুল ধারণার কারণে আমরা কোন অবস্থাতেই আমাদের শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করতে চাই না। ফলে তাকে বইতে হয় অতিরিক্ত পড়াশুনার বোঝা। তাকে প্রচণ্ড শ্রম দিতে হয় মুখস্থ-বিদ্যার উপর। কিন্তু একটা স্তরে এসে সে আর মুখস্থ করে কুলিয়ে উঠতে পারে না, তখন তার ফলাফল খারাপ হয় এবং সে পরীক্ষায় ফেল করে বসে। বর্তমানে স্কুল, গৃহশিক্ষক এবং তারপর কোচিং সেন্টারগুলো একই জিনিস বারবার তাদের গিলিয়ে খাবারের মত ব্যবস্থা করছে, যা কিনা অত্যন্ত নির্মম এবং শিশু অধিকারবিরোধী।

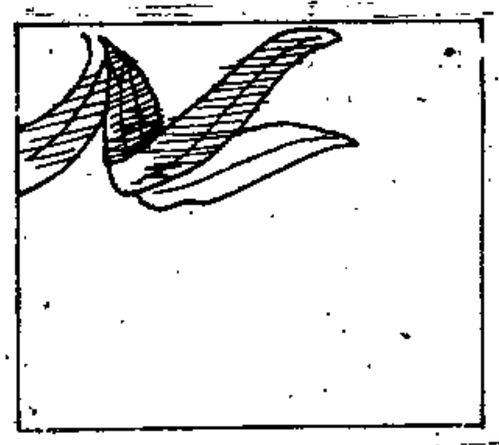

সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে সমস্যাসংকুল আচরণের পরিবর্তন আনা সম্ভব। মানসিক স্বাস্থ্যকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ ও ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন রিসার্চ-এর যৌথ পরিকল্পনায় সৃষ্টি হয়েছে 'থেরাপিউটিক এডুকেশন' সেন্টার। যেখানে আমরা শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থান সর্বাগ্রে রেখে তাদের সঠিক অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছি। থেরাপিউটিক এডুকেশন আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নয়, তবে এটা এক ধরনের সাপলিমেন্টাল এডুকেশন পদ্ধতি। এখানে আমরা শিশুর প্রতি তার আশপাশের ব্যক্তিবর্গ তথা তার বাবা-মা, ভাই-বোন এবং সর্বোপরি তার স্কুলের শিক্ষকের শিশুর প্রতি মনোভাব বা attitude-এ পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ suggest করা হয়। এই পরিবর্তন আনার পরপরই শিশুর শিক্ষার এবং তার (শিশু) জন্য কি ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ করা উচিত তার উপদেশ দেয়া হয়।

সবশেষে একথা বলা যায়, একটি সুন্দর সুস্থ শিশুকে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য তার মানসিক স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। শিশুর শিক্ষার পরিকল্পনায় অবশ্যই সে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণে স্বচ্ছন্দ্যবোধ করে সেই পদ্ধতিতেই শিক্ষা প্রদান করা উচিত। এই বিষয় যাবতীয় প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে প্রতিটি স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের দেয়া উচিত এবং সেই সাথে প্রতিটি অভিভাবকের ও তাদের শিশুকে বর্তমান মানসিক অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সচেতন থাকা
বাঞ্ছনীয়। তা
গঠনে আম
শিশুরাই জা